Tuesday Talk

MARCH 2024

HOSTED BY: RESEARCH DEVELOPMENT CELL AND FACULTY COUNCIL IN COLLABORATION WITH IQAC, PRASANTA CHANDRA MAHALANOBIS MAHAVIDYALAYA, KOLKATA

DATE: 19.03.2024
TIME: 1: 30 P.M.
VENUE: TEACHERS' ROOM
MODERATOR: RUPA CHAKRABARTI

Dr. Puja Biswas

Investment Portfolio : Strategy for Beginners

বৌদ্ধ সংস্কৃতির ইতিহাস নির্মাণে মোগলমারী বৌদ্ধবিহার

রামকৃষ্ণ জানা

TUESDAY TALK_March, 2024

INVESTMENT PORTFOLIO: STRATEGY FOR BEGINNERS

*Presented by **Dr. Puja Biswas**, Assistant Professor of Economics,*

Prasanta Chandra Mahalanobis Mahavidyalaya

Abstract

For beginners looking to dip their toes into investing in gold, Govt. Securities, mutual funds, and the Nifty 50 index can offer diversified and relatively low-risk options. Gold Jewellery, Physical Gold, Digital Gold, Gold ETF's, Gold mutual Fund and Sovereign Gold Bond (SGB) are the six common ways of investment in gold. Among this six common ways of investment SGB are an optimal form of gold investment offering safety, fixed interest (currently 2.5% per annum), and tax benefits. Issued by the Government of India, they eliminate storage hassles, provide flexibility with an 8-year tenor, and offer exemption from capital gains tax upon maturity. T-bills and government securities are low-risk investments issued by the government, providing fixed returns and high liquidity with maturities typically ranging from days to years. SGB, T-bills and Govt. Securities are fully safe investment with high return and security in comparison to Fixed Deposit (FD).

Mutual funds pool money from multiple investors to invest in a diversified portfolio of stocks, bonds, or other assets. For beginners, investing in mutual funds offers the benefit of professional management and diversification across various securities. Opting for mutual funds with a track record of consistent returns and low expense ratios can be a prudent choice. The Nifty 50 index represents India's benchmark stock index, comprising 50 large-cap stocks across various sectors. Investing in Nifty 50 index funds or exchange-traded funds (ETFs) can provide beginners with exposure to the Indian equity market's performance. These funds replicate the index's composition, offering diversification and a simple way to invest in the broader market. Before investing, beginners should conduct thorough research, understand their risk tolerance, and consider seeking advice from financial advisors. Starting with small investments and gradually increasing exposure as knowledge and confidence grow can be a sensible approach towards building a diversified investment portfolio.

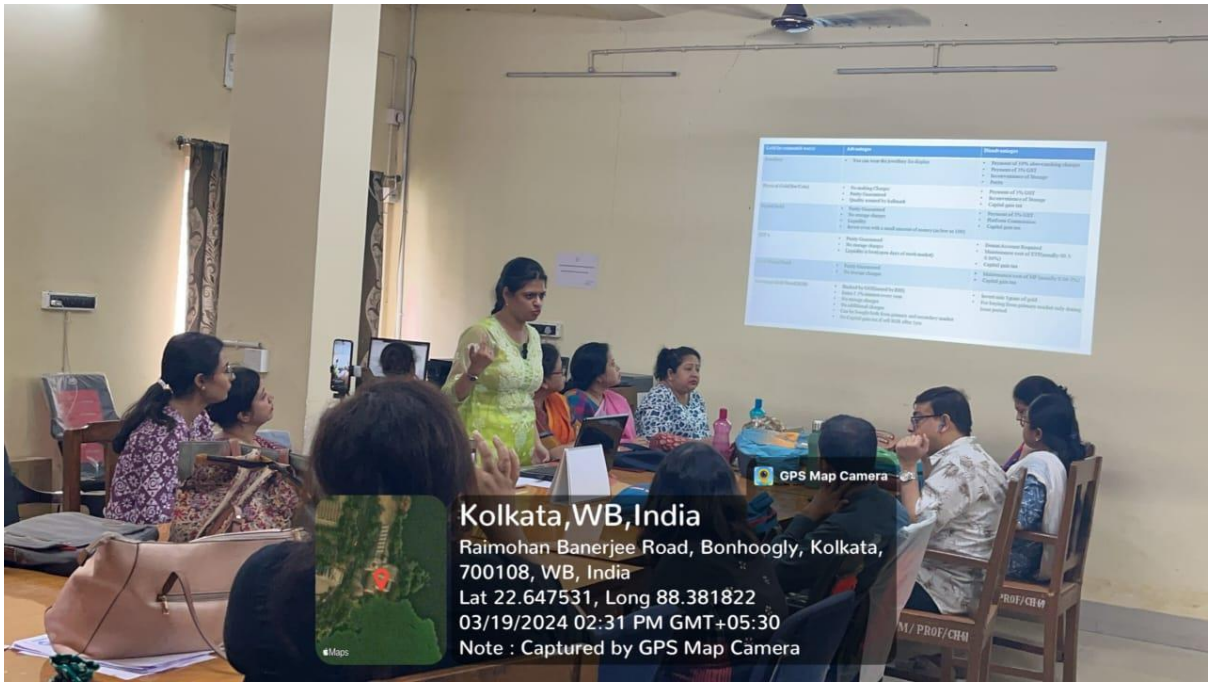
GPS Map Camera
Kolkata,WB,India
Raimohan Banerjee Road, Bonhoogly, Kolkata,
700108, WB, India
Lat 22.647531, Long 88.381822
03/19/2024 02:31 PM GMT+05:30
Note : Captured by GPS Map Camera
Maps

Speaker

বৌদ্ধ সংস্কৃতির ইতিহাস নির্মাণে মোগলমারী বৌদ্ধবিহার

রামকৃষ্ণ জানা ,

ইতিহাস বিভাগ

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব ভারতীয় উপমহাদেশ তথা সমগ্র বিশ্বের কাছে নিঃসন্দেহে এক নতুন সংস্কৃতির বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছিল। কালক্রমে নেপাল, ভারত, বাংলাদেশ, ভূটান, মায়ানমার ও শ্রীলঙ্কার সীমা অতিক্রম করে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং পূর্ব এশিয়ার চীন, কোরিয়া ও জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশ ঘটেছে। পাকিস্তান, আফগানিস্তান বা মধ্য এশিয়া থেকে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হলেও বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রত্নস্থল আজও সেখানে বিদ্যমান। প্রাকৃতিক নিয়ম ও ইতিহাসের বিভিন্ন শক্তির অভিঘাতে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকেও বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মঠ, বিহার, সংঘারাম ও মন্দির কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জনস্মৃতি (**Public Memory**) থেকেও অনেক বৌদ্ধ নিদর্শনের অস্তিত্ব মুছে গিয়েছে। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার বিকাশ ও প্রত্নবক্ষেত্রের খননকার্যের মাধ্যমে বাংলার (ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ ও বর্তমান বাংলাদেশ) বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন প্রত্নবস্তুর সন্ধান। এই অনুসন্ধান একদিকে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার পরিধির

বিস্তার ঘটাচ্ছে অন্যদিকে বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রতি আবেগ ও অনুভবের নতুন মাত্রা যোগ করছে। সাম্প্রতিক খননে যে সব বৌদ্ধ প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন থানার মোগলমারী বৌদ্ধবিহার।

প্রাচীণ ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে যে কয়েকটি ধর্ম সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হল বৌদ্ধধর্ম। এই ধর্ম মূলত সিদ্ধার্থ গৌতমের মৌলিকশিক্ষা এবং দার্শণিক ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। প্রাচীণ মগধ রাজ্যে (বর্তমান বিহার) -এর উত্থান ঘটলেও বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই তা ভারত তথা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তীকালে মৌর্য সম্রাট মহামতি অশোক-এর শাসনকালে ভারতে বৌদ্ধধর্ম দুটি শাখায় বিভক্ত হয়, যার অস্তিত্ব আজও জাগ্রত। কালের অভিঘাতে গুপ্তযুগের পরবর্তী পর্যায়ে আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীর পর থেকে এই ধর্মের প্রভাব ক্রমশ কমতে শুরু করলেও ত্রয়োদশ শতকে এই ধর্ম তার উৎসভূমি থেকে অবলুপ্ত হয়। যদিও ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম যে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যনিদর্শন গুলি রেখে যায় তা আমরা পরবর্তীকালে বাংলার সাথে সাথে ভারতবর্ষের অন্যত্র পেয়ে থাকি। হিমালয়ের সিকিম, লাদাখ, অরুণাচল প্রদেশ, দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চল এবং হিমাচল প্রদেশের উত্তরাঞ্চল থেকে শুরু করে উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন জেলাতেও বৌদ্ধধর্মের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সাক্ষ্য মিলেছে। মহাযান বৌদ্ধধর্মের উৎসভূমি ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পূর্বের রাজ্য বঙ্গদেশ তথা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গেও এই ধর্মের অনেক পীঠস্থান পাওয়া যায়। যার মধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন থানার মোগলমারী বৌদ্ধবিহারটি উল্লেখ্য।

BONHOOGHLY
GOVERNMENT
COLONY
Baranagar
NOAPARA
Google
111/3, Bonhooghly Government Colony, Baranagar, West Bengal 700108, India
Baranagar
West Bengal
India
2024-03-19(Tue) 03:13(pm)
32°C
90°F

Speaker